গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
(www.erd.gov.bd)

নং-০৯.৩১২.০১৯.০১.০০.০১৯.২০০৬/ ২৮২

তারিখঃ ২৬ জুন, ২০১৬ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান চৌধুরী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ০২/০৬/২০১০ তারিখের ০৯.৩১৫.০২৪.০৫. ০২.১৪৮.২০১০/১৩৬ নম্বর স্মারকমূলে ৪ (চার) বছরের জন্য জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্কে ইকনমিক উইংয়ে পদায়ন করা হয়। তিনি নিউইয়র্কে বদলীকৃত পদে ০২/০৮/২০১০ তারিখে যোগদান করেন। তাঁর কর্মকাল শেষে নিউইয়র্ক থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক এ বিভাগে যোগদানের জন্য তাঁকে ১০/০২/২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে মিশন হতে অবমুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি দেশে ফিরে না এসে ১৮/০২/২০১৫ থেকে ১৭/০৫/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) মাসের বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটির আবেদন করেন। চাকুরি বিধি অনুযায়ী অবমুক্তির পর নির্ধারিত ৬ (ছয়) দিন যোগদানকাল এবং ১ (এক) দিন ট্রানজিট (যাতায়াত ভ্রমণ) শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের বিধান রয়েছে। ফলে তাঁর আবেদনটি বিধি সম্মত না হওয়ায় উক্ত বহিঃবাংলাদেশ ছুটির আবেদন নামঞ্জুর করে যথাসময়ে দেশে ফিরে এসে এ বিভাগে যোগদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অন্যথায় তিনি বিনা অনুমতিতে চাকুরিতে অনুপস্থিতির দায়ে দায়ী হবেন মর্মেও তাঁকে অবহিত করা হয়;

২। যেহেতু, তিনি এ বিভাগে যোগদান না করে সরকারি আদেশ ভঙ্গ করায় এবং অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও ডিজারশনের দায়ে অভিযুক্ত করে ১১/১১/২০১৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী প্রণয়নসহ কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের কোন জবাব না দেয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭ (২) (সি) বিধি অনুযায়ী একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৩। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত প্রতিবেদন তাঁকে অবহিতকরণসহ ০৪/০৪/২০১৬ তারিখে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। কিন্তু উক্ত কারণ দর্শানোর জবাবও তিনি না দেয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও কর্মস্থলে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির দায়ে অভিযুক্ত করে একই বিধিমালার ৪ (৩) (ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের (dismissal from service) গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

৪। যেহেতু জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান চৌধুরী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা একজন দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা, সেহেতু The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 (৬) প্রবিধান মোতাবেক এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের (dismissal from service) সিদ্ধান্তের সংগে একমত পোষণ করে;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান চৌধুরী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও কর্মস্থলে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করে একই বিধিমালার ৪ (৩) (ডি) বিধি মোতাবেক সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের (dismissal from service) গুরুদন্ড প্রদান করা হ'ল।

৬। এ আদেশ তাঁর অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ১১/০২/২০১৫ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

২৬.৬.১৬

(মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন)
সিনিয়র সচিব

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্যঃ